কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
www.moa.gov.bd

স্মারক নং ঃ ১২.০৯৭.০০৬.০২.০০.১২৮.২০১৪-১৮৩ **তারিখ ঃ ১২-০৪-২০১৫ খ্রিঃ**

বিষয় ঃ সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

গত ৩১ মার্চ, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ড. আবুল কালাম আযাদ, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি, ঢাকার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত **"বীজ ডিলার নিবন্ধন ও নবায়ন পদ্ধতি"** সংক্রান্ত ২য় সভার কার্যবিবরণী অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি ঃ ক) কার্যবিবরণী

১২.০৪.১৫
(মোঃ আজিম উদ্দিন)
প্রধান বীজতত্ত্ববিদ
ফোন ঃ ৯৫৪০২৩৮
E-mail: azimseed@gmail.com

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

০১। সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা
০২। মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা
০৩। ড. মোঃ নজমুল হুদা, সীড সাপ্লাই এন্ড মনিটরিং এক্সপার্ট, মাবীসবৃ প্রকল্প, পিএমইউ, সেচভবন, ঢাকা
০৪। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর
০৫। পরিচালক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, ডিএই, খামারবাড়ী, ঢাকা
০৬। পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই, খামারবাড়ী, ঢাকা
০৭। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বিএসএ, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা
০৮। চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড কোম্পানি লিঃ, বাড়ী#১০, গরীবে নেওয়াজ ই এভিনিউ, সেক্টর # ১৩,উত্তরা, ঢাকা
০৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, লাল তীর সীড লিঃ, এ্যাংকর টাওয়ার, সোনারগাওঁ রোড, ঢাকা।
১০ অফিস কপি।

অনুলিপি ঃ

০১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয় **(কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)**।
০৩। মহাপরিচালক, বীজ উইং মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। চেয়ারম্যান, বিএআরসি মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
০৫। অফিস কপি/মাস্টার ফাইল।

বিষয় ঃ "বীজ ডিলার নিবন্ধন ও নবায়ন পদ্ধতি"র বিষয়ে গঠিত কমিটির ২য় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ ড. আবুল কালাম আযাদ, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি
তারিখ ও সময়	ঃ ৩১ মার্চ, ২০১৫ খ্রিঃ, সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	ঃ ২ নং সম্মেলন কক্ষ, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা
উপস্থিতি	ঃ পরিশিষ্ট-'ক' দ্রষ্টব্য।

গত ৩১ মার্চ, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ড. আবুল কালাম আযাদ, নির্বাহী চেয়ারম্যান (চলতি দায়িত্ব), বিএআরসির সভাপতিত্বে "বীজ ডিলার নিবন্ধন ও নবায়ন পদ্ধতি"র বিষয়ে ২য় সভা বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যদের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-তে দেখানো হলো।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং ১ম সভার কার্যবিবরণীটি সকল সদস্য পেয়েছেন কিনা এবং এতে কোনো সংশোধন, সংযোজন আছে কিনা তা জানতে চান। কোনো সংশোধন, সংযোজন না থাকায় কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। অতঃপর তিনি ১ম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং সদস্য সচিব ও প্রধান বীজতত্ত্ববিদ জনাব মোঃ আজিম উদ্দিনকে "বীজ ডিলার নিবন্ধন ও নবায়ন পদ্ধতি"র সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে সভাকে জানাতে অনুরোধ করেন।

জনাব মোঃ আজিম উদ্দিন, কৃষি মন্ত্রণালয় বীজ ডিলার শ্রেণিবিন্যাসকরণ ও নিবন্ধন ফি নির্ধারণের বিষয়ে আয়োজিত সভার প্রেক্ষাপট এবং গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেন, ১ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও সুপ্রীম সীড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হতে বীজ ডিলার শ্রেণিবিন্যাসকরণ, রেজিস্ট্রেশন ফি ও নবায়ন ফি বিষয়ে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মতামত পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যেই সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সম্মানিত সদস্যদের কাছে তা বিতরণ করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত তিনটি মতামতকে সমন্বয় করে একটি খসড়া ও প্রস্তাবনা প্রত্যেক সদস্যকে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

সভাপতি মতামত প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে অত্যন্ত তথ্য সমৃদ্ধ ও বাস্তবসম্মত মতামত সময়মত প্রেরণ করার জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। অতঃপর সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল সদস্যদের কাছে প্রাপ্ত তিনটি মতামত ও সমন্বিত খসড়া মতামতের উপর আলোচনার আহ্বান জানান। আলোচনায় অংশ নিয়ে বিএসএর সভাপতি ও এসিআই লিঃ এর চেয়ারম্যান জনাব আনিস উদ দৌলা সীড এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রেরিত মতামতের বিষয়ে সভাকে অবহিত করেন। তিনি আরো বলেন যে, বর্তমানে বেসরকারি সেক্টরে বীজ ব্যবসা অনেক উন্নতি হয়েছে। সরকারের বীজ নীতিমালার কারণেই দিনে দিনে বীজ ব্যবসা সম্প্রসারিত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত সীড রেগুলেটরী রিফর্ম কমিটি জাতীয় বীজ নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত করেছে। যা শীঘ্রই প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে চূড়ান্ত রূপ পাবে। নীতিমালার আলোকে বীজ আইন ও বীজ বিধিমালা প্রণয়ন করা হবে। বর্তমান এ্যাক্ট পরিবর্তন করে সীড সেক্টরকে শ্রেণিবিন্যাস করলে বীজ ব্যবসায়ীরা আরো বিনিয়োগে উৎসাহিত হবে। এক্ষেত্রে কোনো জটিলতা সৃষ্টি না করে তিনি বীজ ব্যবসাবান্ধব নীতিমালা ও আইন করার আহ্বান জানান। এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বীজ শিল্পের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য কাজ চলছে।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর উপ-পরিচালক ড. সুখদেব কুমার দাস আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বীজ ব্যবসায়ীদেরকে ৭ (সাত) টি শ্রেণিতে বিভক্ত করার প্রস্তাব করছে। তিনি সভাকে জানান, এসসিএ বীজের লিগ্যাল অথরিটি বিধায় মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন বাস্তব পরিস্থিতির অভিজ্ঞতায় এ শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। বীজের মান অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে এবং ভবিষ্যতের চিন্তা মাথায় রেখে বীজ ব্যবসায়ীদেরকে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বর্তমান আইনে যেহেতু ডিলারের সংজ্ঞা দেয়া আছে তাই ডিলার হিসাবে কোনো শ্রেণি রাখা হয় নাই।

সুপ্রীম সীড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনাব এ এইচ এম হুমায়ুন কবির বীজ ডিলারের শ্রেণিবিণ্যাস, নিবন্ধন ফি এবং নবায়ন পদ্ধতি বিষয়ে একটি লিখিত প্রস্তাবনা সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি সভাকে জানান যে, মাঠ পর্যায়ে অনেক ডিলার নিজেরা প্যাকেট করে বীজ বিক্রি করছেন। এতে করে চাষীরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। কারন এসব প্যাকেটে কোনো প্রত্যয়ন ট্যাগ থাকে না এবং কি কোনো কোনো সময় এর মান নিয়ে পত্রিকায়ও এ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যা বীজ শিল্পের অগ্রগতির জন্য অন্তরায় । এতে সকল বীজ ব্যবসায়ীদের সুনাম ক্ষুন্ন হয়। তিনি বীজ ব্যবসায়ীদেরকে তিনটি ক্যাটাগরিতে বিভক্তির সুপারিশ করেন এবং ইহা দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য বীজ আইনে বীজ ডিলারের সংজ্ঞা পরিবর্তনের অনুরোধ জানান।

খসড়া প্রস্তাবনার বিষয়ে লাল তীর সীড লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মাহাবুব আনাম বীজ শিল্পে অন্তর্ভুক্ত পাঁচটি ধাপ গবেষণা ও উন্নয়ন, বীজ বর্ধন, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ, বীজ বিপণন ও মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি এর যেকোনো একটি না থাকলে তাকে সীড মার্চেন্ট ক্যাটাগরিতে রাখার অনুরোধ জানান। এছাড়া জনাব মাহবুব আনাম বর্তমানে প্রচলিত বীজ ডিলারকে তৃতীয় ক্যাটাগরিতে রাখার প্রস্তাব করেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর প্রতিনিধি বীজ আমদানি, রপ্তানি কার্যক্রমে বীজ ডিলারের সম্পৃক্ততা রয়েছে। তাই যাতে প্রতিষ্ঠিত বীজ ব্যবসায়ী আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে সে জন্য খসড়া প্রস্তাবনার উল্লেখিত শ্রেণিবিন্যাস বাস্তবায়নের অনুরোধ জানান।

বীজ সরবরাহ ও মনিটরিং বিশেষজ্ঞ ড. মোঃ নজমুল হুদা বীজ ডিলারের আইনগত সংজ্ঞা পরিবর্তন করে খসড়া প্রস্তাবনাটি বাস্তবায়ন করা যাবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, জাতীয় বীজ নীতিমালা-২০১৫ এর খসড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। বীজ নীতিমালা অনুমোদনের পর বীজ আইন তৈরির কাজে হাত দেয়া হবে, তখন আজকের সুপারিশমালা অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। এছাড়া নিবন্ধন ফি ও নবায়ন বিষয়ে সদস্য-সচিব প্রস্তাবিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট শাখা হতে প্রাপ্ত নন-ট্যাক্স রেভিনিউ জমা দেয়ার বিষয়ে বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত ডিলার রেজিস্ট্রেশন ফি ২০০০/- টাকা ও তিন বছরের জন্য নবায়ন ফি ১,০০০/- টাকা করা সমীচিন হবে বলে তিনি জানান। সভাপতি ও নির্বাহী চেয়ারম্যান সভাকে জানান প্রস্তাবিত খসড়া বীজ নীতিমালার সাথে যাতে আমাদের প্রস্তাবনা সাদৃশ্য থাকে সে বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে।

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

১। বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন (BSA) সদস্যভুক্ত বীজ ডিলারদের হালনাগাদ তালিকা বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রদান করবে।

২। সদস্য সচিব ও প্রধান বীজতত্ত্ববিদ আজকের সভার খসড়া প্রস্তাবনা (সংযুক্তি ঃ খ ও গ) সীড রেগুলেটরী রিফর্ম কমিটি এবং জাতীয় বীজ বোর্ড এর পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবেন।

পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

৫/৪/২০১৫

(ড. আবুল কালাম আযাদ)
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

E:\Potato Release Policy\Minutes for Seed Dealer Meeting 31.03.15.doc